তিনটি মৌলনীতি ও প্রমাণপঞ্জী

বিপ্লবী সংস্কারক

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব

১১১৫-১২০৬

অনুবাদ ঃ

আবদুল মতীন সালাফী

প্রকাশনা ও প্রচারে

প্রধান কার্যালয়, গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ

অনুবাদ ও প্রকাশনা দফতর

রিয়াদ সউদী আরব সরকার।

বিনামূল্যে বিতরণ – বিক্রয় নিষিদ্ধ

১৪০৫ হিঃ

সালাসাতুল উসূল ও আদিল্লাতুহা

তিনটি মৌলনীতি
ও
উহার প্রমাণপঞ্জী

বিপ্লবী সংস্কারক

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব

১১১৫–১২০৬

অনুবাদ ঃ

আবদুল মতীন সালাফী

প্রকাশনা ও প্রচারে

প্রধান কার্যালয়, গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ

অনুবাদ ও প্রকাশনা দফতর

রিয়াদ সউদী আরব সরকার।

বিনামূল্যে বিতরণ – বিক্রয় নিষিদ্ধ

১৪০৫ হিঃ

www.pathagar.com

মুদ্রণে ঃ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফেন্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১৭

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের বক্তব্য

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হউক, অতঃপর–

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার এবং বিদ্‌আত ও কুসংস্কার মুক্ত সঠিক দ্বীনকে তাহাদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচারের জন্য সউদী আরবের ইসলামী গবেষণা, ইফতা, দাওআত ও ইরশাদ বিভাগের প্রধান কার্যালয়– যে সকল বিষয়ে মুসলমানদের সঠিক জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে ধরনের মৌলিক বিষয় সমূহের সমাধান সম্বলিত কতগুলো বই মুদ্রণ করে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাতে মুসলমানরা উপকৃত হতে পারেন।

জনাব আবদুল মতিন আবদুর রহমান সালাফী কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এই বইখানা উক্ত বই সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে ইসলামের খেদমতকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশ গ্রহণের জন্য এবং বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি ও উহার মূল্যবোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় এই বই পুনঃ মুদ্রিত হলো। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা– তিনি যেন ইহা দ্বারা মুসলমানদিগকে উপকৃত করেন এবং তিনিই মানুষের মঙ্গলকারী।

প্রকাশনায়

প্রধান কার্যালয়, গবেষণা, ইফতা, দাওআত ও ইরশাদ বিভাগ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين - وبعد:

كم كنت أتمنى أن أكتب بعض الكلمات حول داعية التوحيد الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان (طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه) حيث إختاره الله تعالى لخدمة الإسلام وما دعا إليه سيد ولد عدنان (عليه أفضل الصلوة والسلام) في عصر استحكمت فيه غربة الإسلام، وقل من يصدع بالحق الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فكان هدفه الوحيد هو إرجاع الناس إلى العقيدة الصحيحة وترك عبادة الأنبياء والأوثان ويحذرهم من أنواع الشرك المنافية لدين الإسلام وقد انتشرت الدعوة في كل مكان - رغم الصعوبات التي وضعت في طريقها من قبل الأعداء الذين يشوهون حقيقتها حتى بلغ تأثيرها من القوة حدا لم يبلغه تأثير دعوة اخرى منذ عهد بعيد،

وقد ألف الشيخ - رحمه الله تعالى - كتبا كثيرة ورسائل مفيدة في بيان العقيدة الصحيحة ورد ما يخالفها بأنواع الأدلة إلى ان انتصرت العقيدة السلفية في الجزيرة العربية فكثر الدعاة ونكست معالم البدع والخرفات - فجزى الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنا وعن المسلمين جميعا أفضل الجزاء - فمن هذه المولفات الكتاب الذي بأيدينا "ثلاثة الأصول وأدلتها" الذي ترجمه أحد شباب العزيز عبد المتين عبد الرحمن السلفي إلى اللغة البنغالية وعرض علي للمراجعة فأجبت الأخ إلى ذلك مساهمة مني في نشر العقيدة الصحيحة وقرأت هذه الترجمة قراءة تدبر وتفهم وأصلحت ما وجدت فيها من الخطاء والنسيان في الزيادة والنقصان حتى أصبح الكتاب طبق الأصل - فلله الحمد والمنة على ذلك

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب من اطلع عليه ويضاعف المؤلف والمترجم بالأجر - وأن يكثر في المسلمين دعاة الهدى وأنصار الحق - وصلى الله على نبينا محمد -

الدكتور أفتاب أحمد الرحماني

(الدكتوراة في جامعة راجشاهي - الدكتوراة في جامعة كمبرج البريطانية)
رئيس قسم الدرسات العليا في جامعة راجشاهي - ونائب رئيس جمعية أهل الحديث بنغلاديش -

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(পাঠক !) আল্লাহ্ তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন !

অবহিত হও ঃ

চারটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ঃ

এক ঃ বিদ্যা—এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল প্রমাণ সহ আল্লাহ্, তাঁর নবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়,

দুই ঃ ঐ বিদ্যার বাস্তব রূপায়ণ,

তিন ঃ তার দিকে (জনগণকে) আহ্বান জ্ঞাপন,

চার ঃ এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ। উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর এই বাণী ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

"আবহমান কালের সাক্ষ্য, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে সত্য-নিষ্ঠা ও ধৈর্য ধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়ে থাকে (শুধুমাত্র তারা ছাড়া)।" (সূরা আস্‌র ঃ ১—৩)

উপরে বর্ণিত সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী রাহমাতুল্লাহ 'আলায়হি এই অভিমত পেশ করেছেন ঃ "যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এই সূরা ছাড়া অন্য কোন অকাট্য ও শাণিত যুক্তি অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সব দিক দিয়ে যথেষ্ট হতো।"

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলায়হি তার সঙ্কলিত সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন ঃ বিদ্যার স্থান হচ্ছে কথা ও কাজের পূর্বে।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা ঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

"কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ নেই। আর (হে রাসূল) নিজের (এবং সকল মুসলিম নর-নারীর ভুল-ত্রুটির) জন্য (আর অপরাধ থেকে মুক্ত ও সরক্ষিত থাকার উদ্দেশ্যে) আল্লাহর নিকট মার্জনা ভিক্ষা কর।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)

এখানে কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান ও বিদ্যার কথাই আল্লাহ প্রথমে উল্লেখ করেছেন। জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ এবং সেই মতে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য।

উক্ত তিনটি বিষয় এই ঃ

এক ঃ আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা প্রদান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে কোন দায়িত্ব না দিয়ে এমনিই ছেড়ে দেননি। (বরং হেদায়তের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন করবে তার বাসস্থান হবে জান্নাত এবং যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এর সমর্থনে কুরআনের দলীল হচ্ছে ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ
الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝

"নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি— তোমাদের উপর সাক্ষী স্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল

www.pathagar.com

ফেরআউনের প্রতি। কিন্তু ফেরআউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো। ফলে তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোর ভাবে।"
(সূরা মুয্যাম্মেল ঃ ১৫—১৬)

দুই ঃ বস্তুতঃ ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকেই তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না—চাই তিনি কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলই হোননা কেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের দলীল এই ঃ

وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ۝

"নিশ্চয়ই সিজদার স্থান সমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, অতএব আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে আহশান করো না।"
(সূরা জিন ঃ ১৮)

তিন ঃ যারা নবীর আনুগত্য বরণ করেন এবং আল্লাহর অদ্বিতীয় সত্তাকে (কথায় ও কাজে) মেনে নেন, তাঁদের পক্ষে এমন লোকদের সংগে বন্ধুত্ব করা মোটেই বৈধ নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। ঐ লোকেরা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, তথাপি নয়। এর সমর্থনে কুরআনের প্রমাণ হচ্ছে ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ
مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ
اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۭ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ
الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۭ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا
عَنْهُ ۭ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

www.pathagar.com

"আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। হোক না কেন তারা বিশ্বাসীদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী করে রেখেছেন এবং তাঁর পক্ষ হ'তে প্রেরিত (ফেরেশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন– যার নিম্ন দেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী, সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের উপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর। বস্তুতঃ – এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর এই সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।"

(সূরা মুজাদেলাহ্ ঃ ২২)

জেনে রাখো– (আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বরণ ও আদেশ পালনের জন্যে তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন) নিশ্চয়ই একনিষ্ঠ আনুগত্যই হ'ল মিল্লাতে ইব্রাহীমের মূলকথা। উহা এই যে, তুমি কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব বরণ করবে এবং কেবলমাত্র তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস করবে। আর (মূলতঃ) আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে এরই আদেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই পয়দা করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা যারীয়াত ঃ ৫৬)

'তারা আমারই ইবাদত করবে'—এর অর্থ তারা আমাকে এক ও একক বলে জানবে। মূলকথা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আদেশ হচ্ছে 'তাওহীদ'। এর অর্থ সর্বপ্রকারের আনুগত্য এককভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা। পক্ষান্তরে তাঁর প্রধানতম নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে শির্ক। তার অর্থ আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আহবান করা। পবিত্র কুরআন থেকে এর প্রমাণ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

"এবং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, আর অন্য কোন কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

الاصول الثلاثة

তিনটি মৌল নীতি

যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেই তিনটি মৌল নীতি কি যা প্রত্যেক মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য, তুমি উত্তর দেবে যে, বস্তু তিনটি হ'ল ঃ

(১) প্রত্যেক মানুষকে তার প্রভু সম্পর্কে জানা, (২) তাঁর দ্বীন বা জীবন বিধান এবং (৩) তাঁর নবী—মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানা।

الاصل الاول

প্রথম মৌল নীতি

প্রভু সম্পর্কে জ্ঞান ঃ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার প্রভু কে?" তা হ'লে বল ঃ সেই মহান আল্লাহ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবকে তাঁর বিশেষ নে'য়ামতসমূহ দ্বারা লালন-পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র প্রভু, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোন মা'বুদ নেই। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ হচ্ছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা।" (সূরা ফাতেহা ঃ ২)

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র। আর যখন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে, "তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার প্রভুকে চিনেছ?"

www.pathagar.com

তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শন সমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার প্রভুকে চিনেছি)। তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে—দিবা-রাত্রি, রবিশশী আর তাঁর সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন এবং যা কিছু তাদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে।

কুরআন থেকে প্রমাণ

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا
لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

"আর (দেখ) তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়। বরং সাজদাহ করবে একমাত্র সেই আল্লাহকে যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে ইচ্ছুক হও।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ্ ঃ ৩৭)

আরও প্রমাণঃ—

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِى
الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ۗ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ
تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

www.pathagar.com

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর আরূঢ় হয়েছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে তারা ত্বরিৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগত রূপে। (জেনে রাখো!) সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক মুখতার একমাত্র তিনিই। সর্বজগতের অধিস্বামী সেই আল্লাহ মহা পবিত্র।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪)

তিনি আমাদের একমাত্র প্রভু, তিনিই আমাদের উপাস্য।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা ঃ—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا
لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

"হে মানব সমাজ! তোমরা দাসত্ব বরণ করবে (আর ইবাদত করে চলবে) সেই মহান প্রতিপালক-প্রভুর যিনি সৃষ্টি করেছেন—তোমাদের ও তোমাদের পূর্বের সকল মানুষকে, তাহলে তোমরা সংযমশীল (ধর্মভীরু) হতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন শয্যা স্বরূপ, আসমানকে ছাদ স্বরূপ। যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি ধারা অবতীর্ণ করেন, এর দ্বারা উদ্গত করেন নানা প্রকার ফলশস্য—তোমাদের উপ-জীবিকা হিসেবে। অতএব তোমরা কোন কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ ও অংশীদার করোনা, অথচ তোমরা বিলক্ষণ অবগত আছ।" (সূরা বাকারাঃ ২১—২২ আয়াত,

www.pathagar.com

ইবনে কাসীর বলেছেন, "এ সমস্ত জিনিসের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য।"

ইবাদতের প্রকরণ সমূহ যা আল্লাহ পাক নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছে :

(ক) الاسلام (ইসলাম)--আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি নিজেকে সমর্পণ,

(খ) الايمان (ঈমান)—বিশ্বাস স্থাপন করা,

(গ) الاحسان (ইহসান) দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন,

(ঘ) الدعاء (দো'ওয়া) প্রার্থনা, আহবান,

(ঙ) الخوف (খওফ) ভয়-ভীতি,

(চ) الرجاء (রাজা) আশা-আকাংখা,

(ছ) التوكل (তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা,

(জ) الرغبة (রাগবাৎ) অনুরাগ, আগ্রহ,

(ঝ) الرهبة (রাহবাৎ) ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা,

(ঞ) الخشوع (খুশূ') বিনয়-নম্রতা,

(ট) الخشية (খাশিয়াত) অমঙ্গলের আশঙ্কা

(ঠ) الانابة (ইনাবাত) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া,

(ড) الاستعانة (ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা

www.pathagar.com

(চ) الاستعاذة (ইস্তে-আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা,

(ণ) الاستغاثة (ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা,

(ত) الذبح (যাবাহ) আত্মত্যাগ বা কুরবানী,

(থ) النذر (নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে, কেবলমাত্র তাঁর নিকটেই চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। এর প্রমাণ হিসেবে কুরআনের ঘোষণাঃ –

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"আর সিজদার স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর সঙ্গে কাউকেই আহবান করবে না।"

(সূরা জিন ঃ ১৮ আয়াত)

ফলতঃ কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন একটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফের-রূপে পরিগণিত হবে।

এ সম্পর্কে কুরআন শরীফ হতে প্রমাণঃ

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি অন্য কোন প্রভুকে আহবান করে, তার পক্ষে তার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রামণ নেই—তার হিসেব-

www.pathagar.com

নিকেশ হবে তার প্রভুর হুযূরে, নিশ্চয়ই কাফের ও অবিশ্বাসী লোকেরা কখনই সফলকাম হতে পারবে না।" (সূরা মুমেনুন ঃ ১১৭)

হাদীস হতে প্রমাণ ঃ—

الدعاء مخ العبادة

দো'য়া বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারৎসার। এর সমর্থনে কুরআন হতে প্রমাণঃ—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

'আর তোমাদের প্রভু বলেন ঃ তোমরা সকলে আমাকেই একক-ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা অহমিকার বশে আমার বান্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।" (সূরা মু'মেন ঃ ৬০ আয়াত)

ভয় ঃ—এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা ঃ—

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

"অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক।
(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৫ আয়াত)

আশা ঃ—এর দলীল হিসেবে কুরআনের ঘোষণা ঃ

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

www.pathagar.com

"অতএব যে ব্যক্তি প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্মগুলো নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে থাকে।" আর নিজ প্রভুর ইবাদতে অপর কাউকেও শরীক না করে।" (সূরা কাহাফ ঃ ১১০ আয়াত)

নির্ভরশীলতা ঃ এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٢٣

"আর তোমরা একমাত্র আল্লহর উপরেই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে মু'মিন হও।" (সূরা মায়েদাহ্ ঃ ২৩ আয়াত)

আল্লাহ আরও বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۭ

"বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার পক্ষে তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।" (সূরা তালাকঃ ৩ আয়াত)

আগ্রহ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ঃ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ
يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۭ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝٩٠

'নিশ্চয়ই এরা সৎকর্মে ত্বরিৎ ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয় সহকারে আমাকে আহবান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-নম্র।' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯০)

www.pathagar.com

অমঙ্গলের আশংকা ঃ এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণ ঃ

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

"কদাচ তাদের ভয় করোনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। যাতে করে তোমাদের প্রতি আমার নে'য়ামত সর্বতোভাবে পূর্ণ করে দিতে পারি, ফলে তোমরা (লক্ষ্যে পৌঁছার পথ প্রাপ্ত হতে পারবে।") (সূরা বাকারা ঃ ১৫০ আয়াত)

নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা ঃ
এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

"আর তোমরা সকলে স্বীয় প্রভুর পানে ফিরে এস এবং তোমাদের উপর আযাব সমাগত হবার পূর্বেই তাঁর নিকট সর্বতোভাবে আত্ম সমর্পণ কর, কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা যুমার ঃ৫৪ আয়াত)

বিনয়-নম্র প্রার্থনা এ সম্পর্কে প্রমাণ ঃ—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

"(হে আমাদের প্রভু), আমরা একমাত্র তোমারই 'ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি" (সূরা ফাতেহা ঃ ৪ আয়াত)

www.pathagar.com

আর হাদীস শরীফে আছে ঃ

اذا استعنت فاستعن بالله

"যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।" (আহমদ ও তিরমিযী)

আশ্রয় কামনা ঃ এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণাঃ—

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢

"বল, আমি বিশ্বমানবের প্রভু প্রতিপালক ও মানব মন্ডলীর অধিস্বামীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি।" (সূরা নাস ঃ ১,২ আয়াত)

বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় কামনা ঃ এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা ঃ—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

"আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায়) তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন – উহা কবুল করলেন। (সূরা আনফাল ঃ ৯)

আত্মত্যাগ ও কুরবানী ঃ এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝١٦٣

("হে রাসূল) বলে দাও ঃ আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ উৎসর্গীকৃত বিশ্বজগতের প্রতিপালক

www.pathagar.com

আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোনই শরীক নেই ; এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট। আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী। (সূরা আন'আম ঃ ১৬২—১৬৩ আয়াত)।

হাদীস শরীফে এর প্রমাণ ঃ

لعن الله من ذبح لغير الله

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অপরের নামে বলিদান করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।"

মানত ঃ পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ ঃ—

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

"তারা অঙ্গীকার পূরণ করে আর সেইদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে চলে, যেই দিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।" (সূরা দাহার : ৭ আয়াত)

الاصل الثانى

দ্বিতীয় মৌল নীতি

প্রমাণপঞ্জীসহ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচয় ও জ্ঞান লাভ। আর তা হচ্ছে ঃ এক অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ এবং অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য বরণ ঃ

আর সেই সংগে শির্কের কলুষ-কালিমা হ'তে মুক্ত ও বিশুদ্ধ থাকা। উহার তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ

(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান।

www.pathagar.com

المرتبة الاولى

প্রথম পর্যায়ঃ ইসলাম

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটিঃ—

১) 'আল্লাহ ব্যতীত নেই কোন মা'বূদ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল'—একথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৩) যাকাত সঠিকভাবে প্রদান করা।

৪) রামাযান মাসে রোযাব্রত পালন করা।

৫) আল্লাহর ঘর যিয়ারত (হজ্ব) করা।

তাওহীদ সম্পর্কিত সাক্ষ্যদানের দলীল প্রমাণঃ

কুরআন হতেঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ
الْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

"আল্লাহ ঘোষণা করেন, তিনিই একমাত্র মা'বূদ। আর ফেরেশতাবৃন্দ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮ আয়াত)

এর তাৎপর্য ঃ—প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। এর দু'টি দিক রয়েছে ঃ একটি ঋণাত্মক, অপরটি ধনাত্মক। ঋণাত্মক দিকটি এই যে, সেই একক প্রভু ছাড়া কোনই মা'বূদ নেই—এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর 'ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধনাত্মক, এর দ্বারা ইবাদত

www.pathagar.com

দৃঢ়তার সংগে একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোন অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোন অংশীদারী থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআন হতে এর জ্বলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا
تَعْبُدُونَ ۝ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۝ وَ
جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

"এবং যখন ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) নিজ পিতা ও নিজ কওমকে বলেন ঃ তোমরা যে সব মূর্তির পূজা অর্চনা করছ ঃ আমি তা হতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। আমি তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে পয়দা করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং ইবরাহীম এক চিরন্তন কলেমারূপে রেখে গেছেন তাঁর পরবর্তী-দের জন্যে, যাতে তারা সেই বাণীর পানে ফিরে যেতে পারে।" (সূরা যুখরুফ ঃ ২৬—২৮ আয়াত)

قُلْ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ
اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

"বল হে আহলে কিতাব! যে ন্যায়সংগত ও বিচার সম্মত কথাটি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাধারণ—এসো আমরা সকলে তদনুসারে অংগীকার করি যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করব না, আমরা কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না;

www.pathagar.com

আর আমরা একে অপরকে আল্লাহ ছাড়া কস্মিনকালে প্রভু বলে গ্রহণ করব না ; কিন্তু তারা যদি এতে পরাম্মুখ হয়, তাহলে তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে দাও– জেনে রাখো, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্পিত—মসলিম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪ আয়াত)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর একজন (প্রেরিত) রাসূল তার সাক্ষ্যদান সম্পর্কে কুরআন হতে অকাট্য প্রমাণ ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের সমীপে সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্যকার একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দুর্বহ ও অসহনীয় হয়ে থাকে তোমাদের দুঃখকষ্টগুলি যিনি তোমাদের জন্য সদা আগ্রহী ও উৎসুক। মু'মিনদের প্রতি যিনি চির স্নেহশীল ও সদা করুণাপরায়ণ।" (সূরা তাওবা ঃ ১২৮ আয়াত)

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—এ কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি যা আদেশ করেন তা অনুসরণ করা, তিনি যে বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেন তা সত্য বলে স্বীকার করা আর যা নিষেধ করেন তা বর্জন করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহর একত্ববাদ, নামায ও যাকাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা

এ সম্পর্কে কুরআনের জ্বলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝
حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ
الْقَيِّمَةِ ۝

www.pathagar.com

"এবং তাদের তো কেবল এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করে দ্বীন ইসলামকে খালেস করে নিবে কেবল আল্লাহর জন্য। আর নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত প্রদান করতে থাকবে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় ধর্ম পথ।" (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৫ আয়াত)

রোযাব্রত সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

"হে মুমিনগণ, সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা সংযমশীল হয়ে থাকতে পার।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩ আয়াত)

হজ্বের প্রমাণ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

"এবং হজ্বের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে যে ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে (যেনে রেখ) আল্লাহ (শুধু সে কেন বরং) সমস্ত বিশ্বজগত হতেই বেনিয়ায বা অমুখাপেক্ষী।" সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭ আয়াত)

www.pathagar.com

المرتبة الثانية

দ্বিতীয় পর্যায় (ঈমান)

ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তরের ও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর লজ্জা-শীলতা হচ্ছে ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখা।

اركانه ستة

ঈমানের রুকন ছয়টি

যথা ঃ (১) আল্লাহ। (২) ফেরেশতাকুল। (৩) আসমানী কিতাব সমূহ। (৪) রাসূলগণ। (৫) কিয়ামত দিবস ও (৬) তকদীর বা ভাগ্যের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

এর সমর্থনে কুরআনের দলীল ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

www.pathagar.com

'তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনই পুণ্য ও কল্যাণ নেই ; বরং পুণ্যের অধিকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ, কিয়ামত, ফেরেশতাবৃন্দ, কেতাবরাজি ও নবীকুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর যে ব্যক্তি অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের, সাওয়ালকারী ভিক্ষুকদের এবং দাস-দাসীদেরকে অর্থ দান করে, এবং যে ব্যক্তি নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং অংগীকার করলে তা পূর্ণ করে থাকে। অর্থ সংকটে, দুঃখ-দারিদ্রে ও রণবিভীষিকায় অবিচলিত থাকে—এরাই হচ্ছে সেই সমস্ত লোক যারা সত্যপরায়ণ আর এরাই হচ্ছে ধর্মভীরু—পরহেযগার।" (সূরা বাকারাহ্ঃ ১৭৭ আয়াত)

তকদীর সমপর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ۝

"নিশ্চয় আমি সমস্ত বস্তুকে পয়দা করেছি এক একটি অবধারিত মান ও মর্যাদা অনুসারে।" (সূরা কামার ঃ ৪৯ আয়াত)।

المرتبة الثالثة

তৃতীয় পর্যায়

(ইহসান)

ইহসান—এর স্তম্ভ মাত্র একটি, সেটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করার সময় তুমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ (এটা মনে করা) আর যদি তুমি দেখতে না পাও তবে এ কথা মনে করে নিতে হবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۝

www.pathagar.com

"যারা সংযমশীল ও সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে রয়েছেন।" (সূরা নাহল ঃ ১২৮ আয়াত)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

"আর নির্ভর কর সেই পরাক্রান্ত ও কৃপানিধানের উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও নামাযে আর যখন তুমি নামায আদায়কারীদের সঙ্গে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। (সূরা শু'আরা ঃ ২১৭—২২০ আয়াত)

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ

"এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান কর্মনা কেন, আর তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা কিছু আবৃত্তি করনা কেন এবং তোমরা (হে জনগণ!) যে কোন কর্ম সম্পাদন করনা কেন আমি সেই সমস্তের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও।" (সূরা ইউনুস ঃ ৬১ আয়াত)

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে জিব্রীল 'আলায়হিস্ সালাম এর এই সুপ্রসিদ্ধ হাদীসঃ—

হযরত 'ওমর বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ "একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশ, ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। ভ্রমণের কোন নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিলনা, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারিনি। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন, এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন; নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

(১) "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত নেই কোন মা'বূদ এবং মুহাম্মদ সালাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।

(২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

(৩) যাকাত প্রদান করা।

(৪) রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করা এবং

(৫) পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কা'বা শরীফ) যিয়ারত করা।

আগন্তুক বললেন ঃ—আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন—এতে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঃ (তা হলো এই যে,) আল্লাহ, ফেরেশতাকুল, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এরপর আগন্তুক বললেন ঃ অমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। এর উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি, যেন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ একথা মনে মনে চিন্তা করতে হবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন—একথা মনে মনে ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

অতঃপর আগন্তুক বললেন ঃ "আমাকে রোয কিয়ামত সম্বন্ধে অবহিত করুন" নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ—

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জানে না (অর্থাৎ এ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে উভয়েই সমকক্ষ)।

এরপর আগন্তুক রোয কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ জানতে চাইলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ

যখন পরিচারিকা স্বীয় প্রভুর জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগল তত্বাবধায়ক সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাস করবে, তখন রোয কিয়ামতের আগমন ঘটবে।

হাদীস বর্ণনাকারী বললেন ঃ আগন্তুক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন। এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন—ইনি হচ্ছেন জিব্রীল 'আলায়হিস সালাম, তোমাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানার্থে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

الاصل الثالث

তৃতীয় মৌল বিষয়

সংবাদ বাহক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর পুত্র, তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালেব, তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম কুরায়শ বংশ উদ্ভূত এবং এটি আরব কওম ও গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাঈলের বংশ হতে উদ্ভূত। (আমাদের নবীর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তেষট্টি (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর এবং "নবী ও রাসূল" হিসেবে তেইশ বছর (অতিবাহিত করেছেন)।

সূরা "ইকরা" এবং সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যথাক্রমে নবুওত ও রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছেন। শির্ক থেকে সতর্ক করার জন্যে এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য

www.pathagar.com

নিজস্ব সংবাদবাহক হিসেবে আল্লাহ তাঁকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-কে) পাঠিয়েছেন এই মর্তের মাটিতে। এ সম্পর্কে কুরআনী ঘোষণা ঃ

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ
تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧

"হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী। উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক-সাফ রাখ, শির্কের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ প্রভূর (আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ১—৭)

قُمْ فَأَنْذِرْ ۝٢

উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক করঃ—এর অর্থ শির্কের বিরুদ্ধে সতর্ক কর এবং তাওহীদের প্রতি আহবান জানাও।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣

তোমার প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর ঃ এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম প্রচার কর।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤

তোমার পোষাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখ ঃ
এর অর্থ "আমলসমূহ"কে শির্কের কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র রাখ।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥

www.pathagar.com

কদর্যতা বর্জন কর ঃ

এর অর্থ প্রতিমা পূজা ও প্রতিমা পূজকদের থেকে দূরে—বহু দূরে অবস্থান করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কর।

তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বহু বছর ধরে অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রচারকার্য চালাবার পর মি'রাজে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ নিয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর মক্কা-ভূমে তিন বছর উক্ত নামায সুচারুরূপে সম্পাদনের পর আল-মদীনায় হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হন।

হিজরতের অর্থ শির্ক-কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে গমন করা। এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মাদীয়া) জন্য শির্ক-কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয করা হয়েছে। এই হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত থাকবে।

এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ
قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي
الْأَرْضِ ۖ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً
فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ
وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولٰٓئِكَ عَسَى
اللّٰهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

www.pathagar.com

"নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের 'জান কবয' করার সময় ফেরেশতাগণ বলবে, কি অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা বলবে, আমরা মাটির পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় ও লাচার অবস্থায়। ফেরেশতাকুল বলবে ঃ আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত ছিলনা যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব এরা হচ্ছে সেই সব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম। আর এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আশ্রয় স্থল। কিন্তু যেসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনভাবে লাচার ও অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোন উপায় উদ্ভাবন করতে তারা সমর্থ হয় না; পক্ষান্তরে পথ সম্বন্ধেও তারা কোন সহায় সম্বল খুঁজে পায় না, এদের আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী।" (সূরা নেসা ঃ ৯৭—৯৯ আয়াত)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ
فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ۝

"হে আমার মুমিন বান্দাগণ! আমার এ 'যমীন' হচ্ছে প্রশস্ত। অতএব তোমরা একমাত্র আমারই বান্দেগী করতে থাক।" (সূরা 'আনকাবুত ঃ ৫৬ আয়াত)

তাফসীরকার আল বাগাবী রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বলেন ঃ

"এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যে সমস্ত মুসলমান হিজরত না করে মক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের বিশ্বাসী বলে আহবান করেছেন।"

হিজরতের সমর্থনে হাদীস হতে প্রমাণ ঃ

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة
حتى تطلع الشمس من مغربها -

www.pathagar.com

"আল্লাহর নবী বলেছেন, তওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দ্বারও বন্ধ হবে না।"

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করার পর অন্যান্য আদেশগুলি প্রাপ্ত হন। যথা—যাকাত, দান-খায়রাত, রোযাব্রত পালন, কা'বাগৃহ পরিদর্শন, আযান, জিহাদ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি।

হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর ইহলোক ত্যাগ করেন। (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক!)

তাঁর প্রচারিত ধর্ম রোয কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তিনি তাঁর উম্মতকে যাবতীয় সৎকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করে দিয়েছেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সর্বোত্তম যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা হচ্ছে তাওহীদের পথ, আর দেখিয়েছেন সেই পথ যা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং তাঁর পছন্দনীয়। এবং সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু যা হতে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন তা' হচ্ছে শির্ক এবং এমন সব কার্য যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

আল্লাহ নবী (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)কে এই নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের পক্ষে তার আনুগত্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা ঃ—

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"বল (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) হে মানব-মণ্ডলী! আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮ আয়াত)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর এই ধর্মকে পূর্ণপরিণত করেছেন। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের আয়াত এই ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"তোমাদের (কল্যাণের জন্যে) আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, আমার নে'য়ামতকে তোমাদের প্রতি সুসম্পন্ন করলাম আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম (দ্বীন) হিসেবে মনোনীত করলাম। [সূরা মায়েদা ঃ ৩ আয়াত]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবধারিত মৃত্যু সম্পর্কে কুরআনের বজ্র গম্ভীর ঘোষণা ঃ—

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ
اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۱﴾

"(হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরকেও একদিন মরতে হবে। বস্তুতঃ তোমরা সকলে তোমাদের প্রভুর সন্নিধানে মহাপ্রলয়ের দিনে বাদ বিসম্বাদ করতে থাকবে।" (সূরা যুমার ঃ ৩১—৩২ আয়াত)

আর মানুষ যখন মরবে, তখন তাকে অবশ্যই (কিয়ামতের দিন) পুনরুত্থিত করা হবে।

এ বিষয়ে কুরআনে ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন বলা হয়েছে ঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿۵۵﴾

www.pathagar.com

"আমি তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি আর ওর মধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করব এবং তার থেকেই একদিন আবার তোমাদের বের করে আনব।" (সূরা তাহা ঃ ৫৫ আয়াত)

এ প্রসঙ্গে কুরআন হতে আরও দলীল প্রমাণ ঃ—

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝١٧ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۝١٨

"আল্লাহ তোমাদের যমীন হতে উদ্ভূত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি আবার এতে প্রত্যাবর্তিত করাবেন এবং (এর মধ্য হতে) বের করবেন যথাযথ প্রকারে।" (সূরা নূহ ঃ ১৭—১৮ আয়াত)

আর পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান) এর চুলচেরা হিসেব-নিকেশ নেওয়া হবে এবং তাদের 'আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝٣١

"আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত সমস্ত কিছুই একমাত্র আল্লহরই অধিকার ভুক্ত। তিনি দুষ্কর্মকারীদের কর্মানুসারে তাদের উপযুক্ত বদলা দিবেন ; পক্ষান্তরে পুণ্যবান সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করবেন উত্তম পুণ্যফল।" (সূরা নাজম ঃ ৩১ আয়াত)

www.pathagar.com

আর যারা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে, তারা কাফির বা অবিশ্বাসী। পবিত্র কুরআন হতে এর প্রমাণ ঃ—

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ
بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

"কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে রাসূল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ হাঁ, আমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় তাদের উত্থিত করা হবে, তখন তোমাদের জ্ঞাত করানো হবে, আর আল্লাহর নিকট একাজ অতি সহজ।" (সূরা তাগাবুন ঃ ৭ আয়াত)

আল্লাহ পাক, সমস্ত নবীদের প্রেরণ করেছেন শুভ সংবাদ প্রদানার্থে আর (অকল্যাণ হতে) সতর্ক করার জন্য।

পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ ঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط

"এই রাসূলগণকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম সুসমাচারদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে যেন এই রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানবকুলের পক্ষে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো কিছুই না থাকে।" (সূরা নেসা ঃ ১৬৫ আয়াত)

নবীদের মধ্যে হযরত নূহ 'আলায়হিস্‌সালাম প্রথম আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম, সর্বশেষ এবং তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সংবাদবাহক নবী বা রাসূলদের মধ্যে সীলমোহর স্বরূপ। হযরত নূহ 'আলায়হিস্‌সালাম এর নবুওতের সমর্থনে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা ঃ

www.pathagar.com

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ

"নিশ্চয়ই (হে রাসূল!) আমি ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম হযরত নূহ 'আলায়হিসসালামের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি"। (সূরা নেসা ঃ ১৬৩ আয়াত)

নূহ 'আলায়হিস্সালাম হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রতিটি জাতির নিকট সংবাদবাহক প্রেরণ করা হয়েছিল,—যাতে করে তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগূতের পূজা থেকে বিরত থাকে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"প্রত্যেক উম্মতের নিকট আমি এক একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত করতে থাক ও সকল প্রকার তাগূতের পূজা থেকে বেঁচে থাক।" (সূরা নাহাল ঃ ৩৬ আয়াত)

আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাগূতকে (প্রতিমা পূজা সহ গায়রুল্লাহর পূজা ও আনুগত্য বরণ) অস্বীকার করার আদেশ প্রদান করেছেন।

প্রখ্যাত মনীষী ইবনুল কাইয়েম রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বলেছেন ঃ "তাগূত" শব্দটির অর্থ হল ঃ সীমালংঘনকারী ব্যক্তি।

এই ব্যক্তিটি উপাস্য ব্যক্তিও হতে পারে আবার উপাসনাকারীও হতে পারে; অনুগত ব্যক্তিও হতে পারে আবার যার আনুগত্য করা হয় সেই ব্যক্তিও হতে পারে।

'তাগূত অনেক প্রকারের রয়েছে।

এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি ঃ—

www.pathagar.com

যথা ঃ—(১) শয়তান—তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক।

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় পুরোপুরি সম্মত থাকে।

(৩) যে ব্যক্তি নিজের উপাসনার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানায়।

(৪) যে ব্যক্তি অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান আছে বলে দাবী করে।

(৫) যে ব্যক্তি—পবিত্র কুরআনে যার কোন প্রমাণ বা সমর্থন মেলেনা এমন সব আইন-কানুন দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনা করে।

পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ সাক্ষ্য ঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

'ইসলাম ধর্ম বা দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকারের জবরদস্তী বা বল প্রয়োগ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত ও অজ্ঞতা বা বিভ্রান্তি পরস্পর হতে স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি সমস্ত "তাগূতকে" অমান্য করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞাতা। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৬ আয়াত)

www.pathagar.com

এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ ও তাৎপর্য।

এবং হাদীসেও রয়েছে ঃ

رأس الامر الاسلام وعموده الصلوة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله

"সব বস্তুর শীর্ষ হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামায আর এর উচ্চতর শৃংগ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ)।

আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বজ্ঞাতা।

(الحمد لله بنعمته تتم الصالحات)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ثلاثة الأصول وأدلتها

تأليف

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

(١١١٥ - ١٢٠٦ هـ)

اللغة البنغالية

عبد المتين عبد الرحمن السلفي

طبع ونشر

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

الإدارة العامة للطبع والترجمة

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقف لله تعالى

١٤٠٥هـ